বাজেট
২০২৫-২০২৬

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে

স্বাস্থ্য বার্তা

যে কোন পাত্র / টায়ার / ফুলের টবে ৩ দিনের বেশি সময় পানি না জমে থাকে।
নিয়মিত আশপাশের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।
মশা মারার কয়েল বা স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে।

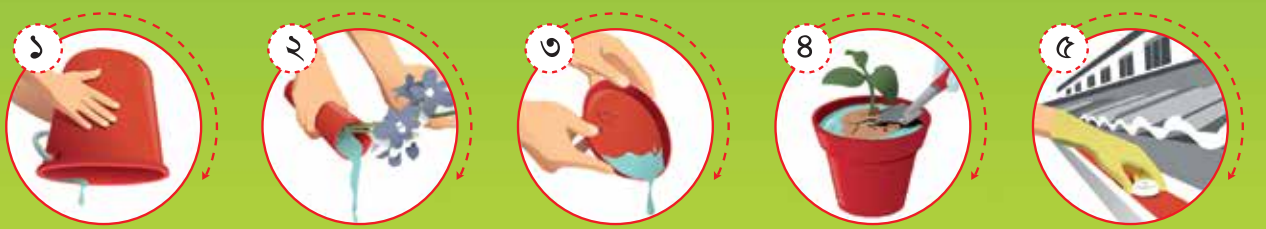

সচেতন হোন,
সুস্থ থাকুন

বাজেট
২০২৫-২০২৬

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

৩ বাজেট বক্তৃতা

১২ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেটের গ্রাফ

১৫ এক নজরে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট

১৬ এক নজরে খাতভিত্তিক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট

১৯ বিস্তারিত বাজেট ২০২৫-২০২৬

৩৫ বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বাজেট বক্তৃতা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট প্রকাশের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। বিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সকল বীর শহিদদের। এছাড়া এ গণঅভ্যুত্থানে আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করছি।

প্রিয় নগরবাসী

২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ', ২০২৪ এর ধারা ১৩ক প্রয়োগ করে ১৯ আগস্ট ২০২৪ প্রজ্ঞাপনমূলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রজ্ঞাপনমূলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে (সংরক্ষিত কাউন্সিলরসহ) স্ব স্ব পদ হতে অপসারণ করে।

সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রজ্ঞাপনমূলে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ', ২০২৪ এর ধারা ২৫(ক) (২) মোতাবেক সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে অপসারণের পর আমাকে ১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতায় জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সৃষ্ট নাগরিক প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাচ্ছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা ও নাগরিকগণের প্রত্যাশার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ২০২৫-২৬ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে অতিরিক্ত করারোপ না করে নতুন রাজস্ব খাত সৃষ্টি এবং বিদ্যমান খাতসমূহকে তদারকির মাধ্যমে রাজস্ব আয়

বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন করে অবকাঠামো উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, ক্রীড়া উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যানজট নিরসন, সড়ক বাতির উন্নয়ন এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর নাগরিক সুবিধাদি ও সেবার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটি ৯ম সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৭৭৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৮ টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫৪৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৩ হাজার ৭৯৬ টাকা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর হার বৃদ্ধি না করে করের ব্যাপ্তি এবং রাজস্বের নতুন খাত সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সহজ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ই-ট্রেড লাইসেন্স, ই-সনদ সফটওয়্যার, ই-পানির বিল সফটওয়্যার এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন অব্যাহত আছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী এসেসমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বিদ্যমান আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনার কর পুনঃযাচাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সময়মতো হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় এবং আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রিম কর প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়ে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। আর্থিক বছরের মধ্যে পৌরকর পরিশোধের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রদান, তাগিদপত্র প্রেরণ ও করমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এতে নাগরিকগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে পৌরকর পরিশোধ করেছেন। এসত্ত্বেও সম্মানিত অনেক পৌরকরদাতা সময়মতো কর পরিশোধ না করায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। পৌরকর আদায় সন্তোষজনক না হলে নগরবাসীকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান সম্ভব হবে না। এছাড়া, পৌরকর আদায় এর উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ করে থাকেন। যে সকল সম্মানিত নাগরিকগণ অদ্যাবধি পৌরকর পরিশোধ করেননি, উন্নয়নের স্বার্থে সে সকল নাগরিকদের পৌরকর পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৭০ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৩৫ কোটি ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮২ টাকা। আদায়ের হার ৮২.৮১%। উক্ত ১৩৫ কোটি ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮২ টাকার মধ্যে কর বাবদ আদায় ৭৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৭৭ টাকা, অনুন্নয়ন অনুদান ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, অন্যান্য রাজস্ব বাবদ আদায় ৫৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০৫ টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় প্রস্তাব করা হয়েছে ২১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৯১২ টাকা।

প্রিয় নগরবাসী

আপনাদের সুবিধার্থে অস্থায়ী পশুর হাটের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হাটের সংখ্যা ছিল ১৫টি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১টি। ফলে গত অর্থবছরের তুলনায় ১ কোটি ৫২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে সিটি কর্পোরেশনের বেহাত হওয়া পুকুর/জলাশয়সমূহ পুনরুদ্ধার করে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এতে রাজস্ব আয় ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও গণপরিসর উন্নয়ন খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটে ৭১ কোটি ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, তার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫২ কোটি ২৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৫০৭ টাকা। এই উন্নয়নের অংশীদার সম্মানিত নগরবাসী। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন। ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন নগরী গঠন, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ নগরবাসীকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, নিরাপদ, দারিদ্র্য মুক্ত, আধুনিক, টেকসই ও সহনশীল এবং পরিকল্পিত নীল-সবুজের নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য ৩৩৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জালকুড়িতে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি 'কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৬.৫৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪০৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ২৩৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূলে জমা প্রদানসহ ২৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসন সমস্যা লাঘব ও তাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে 'নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে ১৪২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঋষিপাড়া, ইসদাইর ও টানবাজারে ৫৪৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঋষিপাড়া ও ইসদাইরে ৩৬৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে এবং টানবাজারে ১৮০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। টানবাজারে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। বর্তমান পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রুত সময়ের মধ্যে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জবাসীর বহুল প্রতীক্ষিত শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাশের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রায় ৭৩৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে যা নগরীর দু'প্রান্তকে সংযুক্তির মাধ্যমে দু'পাড়ের মানুষের পারাপারের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং জনজীবনে স্বস্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সরকারি থোক ও বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্দের আওতায় ২৭টি ওয়ার্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৯.৬ কি.মি আরসিসি রাস্তা, ৫.৯ কি.মি আরসিসি ড্রেন, ৩.৮ কি.মি বিসি রোড ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৬টি যানবাহন ও প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ নগরীর পশ্চিমাংশের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে কালিয়ানী ও কাশিপুর খাল পুনঃখননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় খালের সীমানা নির্ধারণ কাজ শুরু করেছে।

সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ নিজস্ব তহবিলের আওতায় ১৬নং ওয়ার্ড সংলগ্ন নাগবাড়িতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য সাধু নাগ মহাশয় মন্দির নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ চলমান আছে।

বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট **'Local Government COVID-19 Response & Recovery Project'** এর আওতায় ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.২ কি.মি আরসিসি রাস্তা, ১৩.৫ কি.মি বিসি রাস্তা, ৫.৬ কি.মি আরসিসি ড্রেন, ১টি পার্ক কাম খেলার মাঠ নির্মাণ, ১৭নং ওয়ার্ডে ২টি কবরস্থান উন্নয়ন এবং ৫নং ওয়ার্ডে ১টি শ্মশান উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ প্রকল্পে ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে আরও ৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জাইকা সহায়তাপুষ্ট **'Urban Development and City Governance Project'** এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ১৪টি উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, খেলার মাঠ, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, কমিউনিটি সেন্টার, খাল, পুকুর ও গণপরিসর পুনরুদ্ধারসহ সংস্কার করা হবে। এছাড়া, পানির বিদ্যমান সংকট মোকাবেলায় মোট ৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ২০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ অর্থবছরে বিবি রোডের উভয় পার্শ্বে নগরীর পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতার স্থায়ী নিরসনের জন্য ৭.২ কি.মি দৈর্ঘ্যের গভীর ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ ড্রেনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিবি রোডের পশ্চিম পার্শ্বে গলাচিপা, মাসদাইর, দেওভোগ, আল্লামা ইকবাল রোড, জামতলা এলাকা জলাবদ্ধতামুক্ত হবে। এ নির্মাণ কাজ চলাকালীন নগরবাসীর সাময়িক অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ড্রেনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে নগরবাসী দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল ভোগ করবে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে আরও ৯০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (RUTDP)-শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী ৪ (চার) বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৫.৯২ কি.মি সড়ক, ৩.৫৮ কি.মি ড্রেন এবং ৩.৫৮ কি.মি সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য প্রায় ২৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় শহীদদের আত্মত্যাগের স্থানে তাদের নামখচিত ৩৪টি 'স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টি 'স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প' স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭টির কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কবরস্থানে ৪টি কবর সংরক্ষণসহ উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

পানি সরবরাহ কার্যক্রম হস্তান্তরের সময় নারায়ণগঞ্জ মড্স এর মাসিক রাজস্ব আয় ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (প্রায়) এবং ব্যয় ছিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (প্রায়)। মাসিক মোট ভর্তুকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।

নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভর্তুকি সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পানি সরবরাহের লাইনসমূহ অতি পুরাতন, যার ফলে প্রায়শই পানি সরবরাহ লাইনে ফাটল সৃষ্টি করে ময়লা প্রবেশ করে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া অবৈধ সংযোগ আর সিস্টেম লসের কারণে চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

উক্ত সমস্যা নিরসনকল্পে পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, নতুন লাইন স্থাপন ও সম্প্রসারণ, স্মার্ট মিটার স্থাপন, অবৈধ পানির সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পানির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রায় ১৬৫০ কোটি টাকার একটি বিনিয়োগ প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হবে।

সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড হতে ১ জন করে সর্বমোট ২৭ জন উপকারভোগী মা 'ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা' গ্রহণ করে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে গত মে-জুন/২০২৫ মাসে ২৭টি ওয়ার্ড হতে ১৫৪ জন দরিদ্র গর্ভবতী মা এ সুবিধা পেয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে মোট ১৪,৪২৫ জন বয়স্ক ভাতা, ৫,৯২৬ জন প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ৭১ জন ক্যান্সার/কিডনি/লিভার সিরোসিস আক্রান্ত রোগী অনুদান পেয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রত্যাশা রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ভর্তুকি মূল্যে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বরাদ্দ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টিসিবি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে ৭৮ হাজার ৫৯০টি পাওয়া গেছে। এর ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে পারছে।

নারায়ণগঞ্জ ও নারুতো মৈত্রী চুক্তির আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত মুসুবু জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্টদের মধ্য থেকে TITP (টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম) জব ভিসায় ১৩ জন ও SSW (স্কিল্ড ওয়ার্কার) জব ভিসায় ৪ জনসহ মোট ১৭ জন জব ভিসায় জাপানে গমন করেছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশাসনিক কাজ প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক

প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, নগর পরিষদের সাধারণ মাসিক সভা আয়োজন, নগর উন্নয়ন সমন্বয় (CDCC) সভা বাস্তবায়ন, সরকার ঘোষিত সকল জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব যথাযথ মর্যাদায় পালন, সরকার কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ, নগরবাসীর সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা ফরম (নাগরিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ) সরবরাহ, শর্ত সাপেক্ষে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান ও আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমতিসহ বিভিন্ন সভা আয়োজনের অনুমতি প্রদান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন হতে বালক/বালিকা ফুটবল টিম গঠন করে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্লাবকে আর্থিক সহায়তা করার বিষয়ে কাজ করে থাকে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন, পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বিবেচনায় পদোন্নতি ও পুরস্কৃত করা হয় এবং অদক্ষদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরবর্তীতে ঢাকা ওয়াসা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর হওয়ার পর অনেক জনবল সংকট নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে ৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ০৯ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার বিনির্মাণে ও সেবা সহজীকরণ করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সকল ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা (২০০৩) হতে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭৪টি মামলা বিচারাধীন ছিল। তন্মধ্যে সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার পক্ষে ৫টি মামলার রায়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে ৭১টি মামলায় রায় এবং ১০টি মামলার রায় সিটি কর্পোরেশনের বিপক্ষে হয়। বর্তমানে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৮৮টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— তানজিম এসোসিয়েশন, রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট, আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তন সংলগ্ন বিনোদন সুপার মার্কেট, মাসদাইর জবাইখানা সংলগ্ন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস, নবীগঞ্জ মৃধা বাড়ী সংলগ্ন ভূমি, কদমরসুল আঞ্চলিক কার্যালয় সম্মুখস্থ (রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে) ভূমি, সিদ্ধিরগঞ্জ ধনকুন্ডা মৌজায় দোলনচাপা সিটি প্লাজার ভূমি, ৪ ও ৫ নং ঘাটের মধ্যবর্তী অস্থায়ী মাছবাজারসহ অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে প্রায় ২৮ একর ৩৪ শতাংশ ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত এবং কার্যকর শিখন-শেখানো পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কলরব কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পাঠদান কার্যক্রম চলমান আছে। নবনির্মিত অপরাজিতা নগর বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম আগামী জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হবে। এলক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া কদমরসুল অঞ্চলে কদমশরীফ নগর বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ৯৬.৮% ইপিআই কভারেজ অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সর্বপ্রথম ই-ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে টিকা কার্যক্রম শুরু করেছে। HPV ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৩৪ হাজার কিশোরীকে জরায়ু মুখের টিকা দেয়া হয়েছে। ভিটামিন এ+ (প্লাস) ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২ লক্ষ ১৪ হাজার শিশুকে ভটামিন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অঞ্চলে Fixed EPI

Coverage Centre, মা ও শিশুবান্ধব Breast Feeding Room, শিশুদের জন্য Play Zone এবং Fixed EPI Centre সুসজ্জিত করা হয়েছে। নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন ডায়ালাইসিস সেবা ও প্যাথলজিক্যাল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে দেওভোগস্থ এনসিসি'র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টারে চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান আছে। UNICEF এর অর্থায়নে ও PHD নামক এনজিও এর সহায়তায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ নগরীর ১৫নং ওয়ার্ডে মহিম গাঙ্গুলী রোড, পদ্ম সিটি প্লাজা-৩-এ 'আলো ক্লিনিক' এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। UK Aid এর সহায়তায় 'মমতাময়ী নারায়ণগঞ্জ' প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ নগরীর ১৬টি ওয়ার্ডে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের প্যালিয়েটিভ সেবা ও মানবিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।

নগরীর জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ধূমপানকে নিরুৎসাহিতকরণের জন্য পাইলটিং আকারে নগর ভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য ভবন/স্থাপনা ধূমপানমুক্ত করা হবে।

বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু নামক ভাইরাসজনিত সংক্রমণের হার বেড়ে যায়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে মশার কীটনাশক/ঔষধ Larvicide এবং Lite Diesel Oil (L.D.O) হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দ্বারা ছিটানো হয়ে থাকে। মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য ২৭টি ওয়ার্ডে নতুন প্রযুক্তি "ওয়েল বল" প্রয়োগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার ওয়েল বল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ডোবা/পুকুরে প্রায় ২৫ হাজার ওয়েল বল প্রয়োগ করা হয়েছে। মশক নিধনে ২৭টি ওয়ার্ডে মোট ১৫৫ জন মশক নিধন কর্মী ২৭টি ফগার মেশিন এবং ১৭০টি হ্যান্ডস্প্রে মেশিন ব্যবহার করে নিয়মিত কাজ করছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মশক নিধন কার্যক্রমে মোট ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৫৮ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে মশক নিধন কার্যক্রম বাবদ ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্য অপসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন ১১৩২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রতিদিন এই বর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত আছে। দৈনিক ২৫টি গার্বেজ ট্রাক, ৩টি কমপেক্ট ট্রাক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোডার, এক্সকাভেটর, বুলডোজার, হ্যান্ড ট্রলি ও ভ্যানগাড়ির সাহায্যে নিয়মিত এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কটি/পোশাক, গামবুট, রেইনকোট, হ্যান্ড গ্লাভস ও আইডি কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন কাজে মোট ১৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৭৪ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ৫০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আগামী ২০ বছর সময়সীমাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং দারিদ্র্যমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মেয়াদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা উল্লেখ করা হলো:

৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নসহ ড্রেন নির্মাণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে;
২. নগরীর বিদ্যমান ছোট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং বর্ধিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
৩. থ্রি-আর (হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়া কদমরসুল অঞ্চলে লক্ষণখোলা ও ধামগড় এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৭০ একর অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে;
৪. নারায়ণগঞ্জ নগরীর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিবহন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
৫. নারায়ণগঞ্জ নগরীর রেলস্টেশন, বাসটার্মিনাল ও লঞ্চ টার্মিনালের সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) চলমান রয়েছে;
৬. স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৭. সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা;
৮. সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করা;
৯. দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ করা;
১০. যানজট নিরসনে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহ আধুনিক ও উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া;
১১. সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচাবাজারসমূহের উন্নয়ন করা;
১২. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা;
১৩. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বৃদ্ধি করা;
১৪. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে কলরব স্কুলে পাঠদান কার্যক্রম চলমান আছে। অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে;
১৫. নারায়ণগঞ্জ নগরীতে বিদ্যমান ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া;
১৬. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৭. সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা।

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা:

১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে;

২. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।
৩. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজটমুক্ত নগরী গড়ে তোলা।
৪. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।
৫. সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণ করে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

১. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শোধণাগার নির্মাণ করা।
২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশোধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৪. পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালী বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশোধনাগার স্থাপন করা।
৬. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ ও দখলমুক্ত করে শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সবুজায়ন করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

নগরবাসীর মানসম্মত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরিখে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। **আমি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য মোট ৭৭৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করছি।**

(এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান)
প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বছরভিত্তিক বাজেট

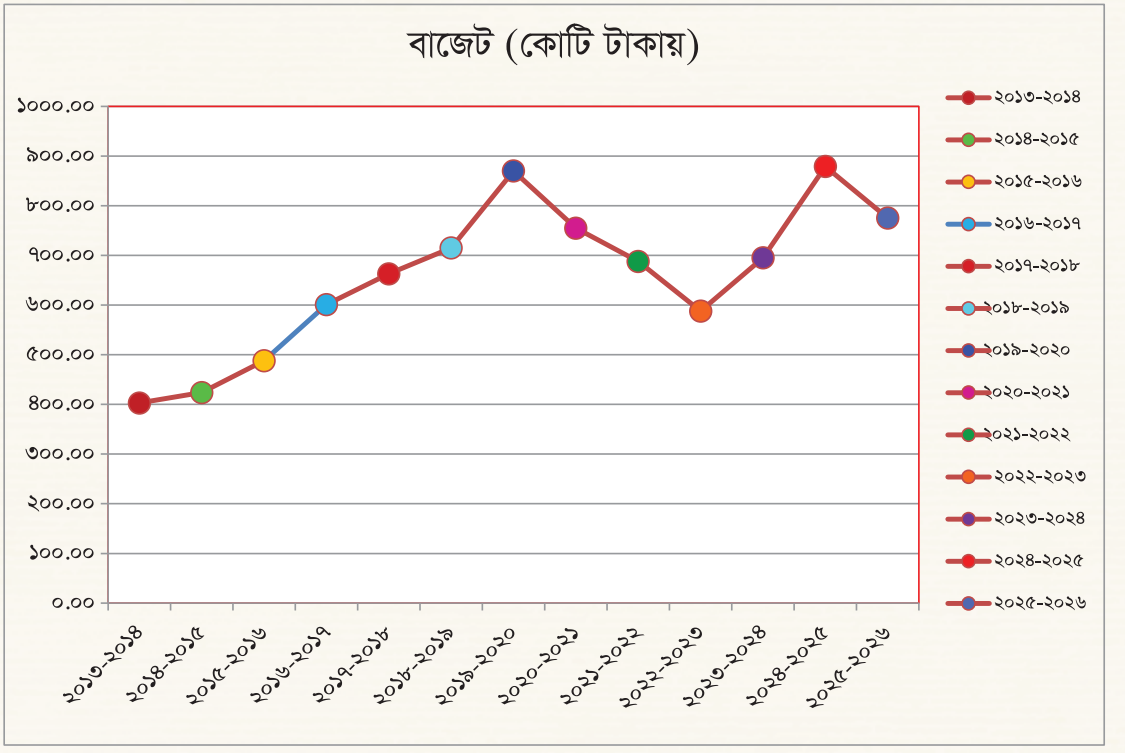
বাজেট (কোটি টাকায়)
১০০০.০০
৯০০.০০
৮০০.০০
৭০০.০০
৬০০.০০
৫০০.০০
৪০০.০০
৩০০.০০
২০০.০০
১০০.০০
০.০০
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২
২০২২-২০২৩
২০২৩-২০২৪
২০২৪-২০২৫
২০২৫-২০২৬

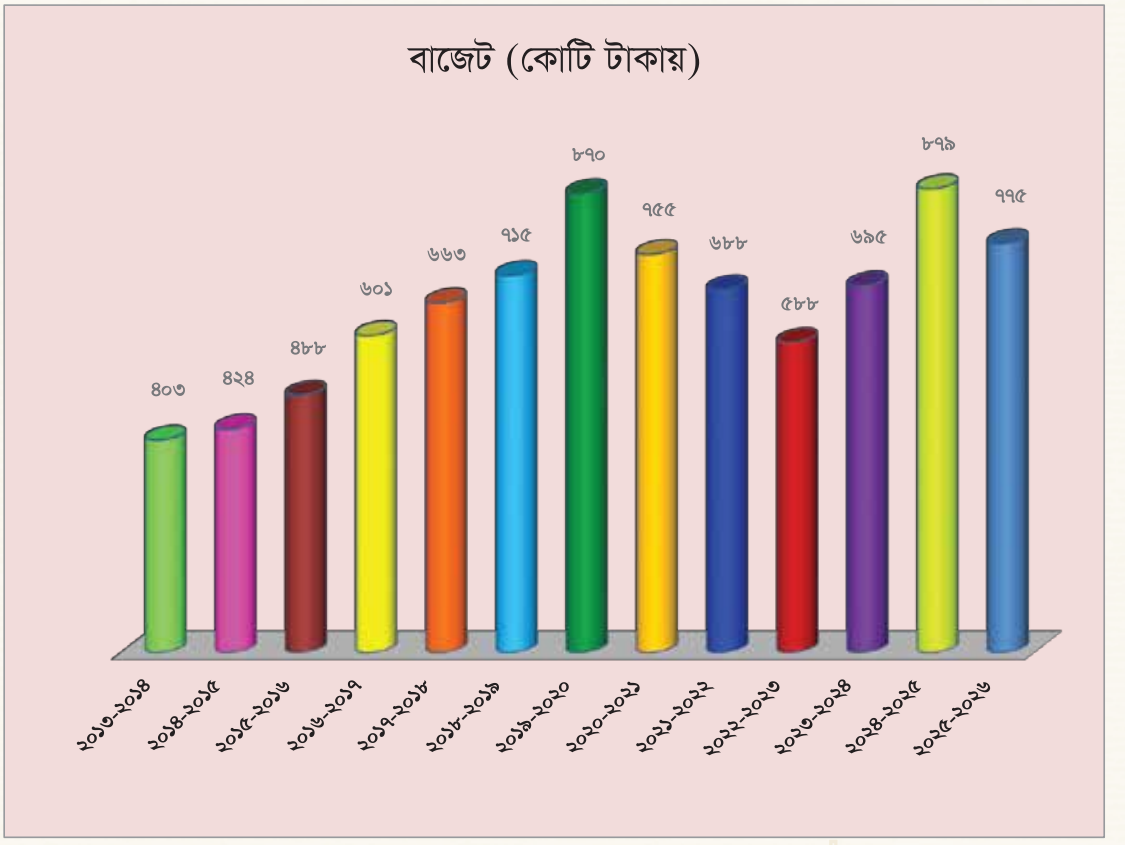
বাজেট (কোটি টাকায়)
৪০৩
৪২৪
৪৪৮
৬০১
৬৬৩
৭১৫
৮৭০
৭৫৫
৬৮৮
৫৪৮
৬৯৫
৮৭৯
৭৭৫
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
২০২১-২০২২
২০২২-২০২৩
২০২৩-২০২৪
২০২৪-২০২৫
২০২৫-২০২৬

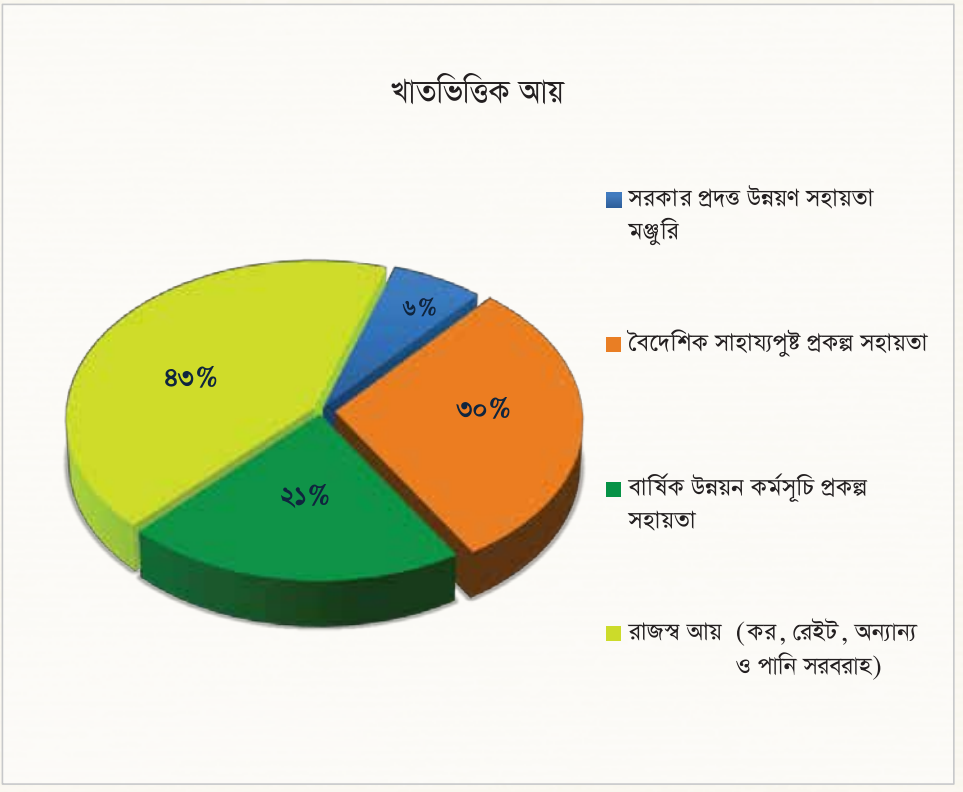
খাতভিত্তিক আয়
সরকার প্রদত্ত উন্নয়ণ সহায়তা মঞ্জুরি
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা
রাজস্ব আয় (কর, রেইট, অন্যান্য ও পানি সরবরাহ)
৬%
৩০%
২১%
৪৩%

উন্নয়ন ব্যয়
অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন (রাজস্ব)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থোক বরাদ্দ
৩১%
১৪%
১০%
৪৫%

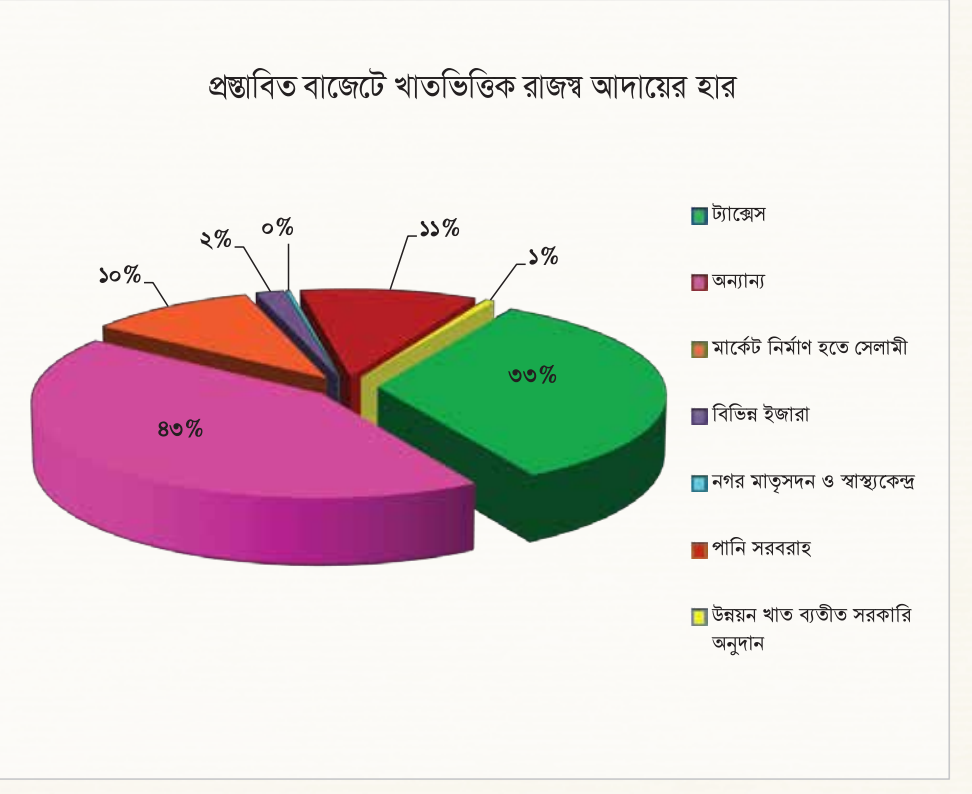
প্রস্তাবিত বাজেটে খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার
১০%
২%
০%
১১%
১%
৩৩%
৪৩%
ট্যাক্সেস
অন্যান্য
মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী
বিভিন্ন ইজারা
নগর মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র
পানি সরবরাহ
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারি অনুদান

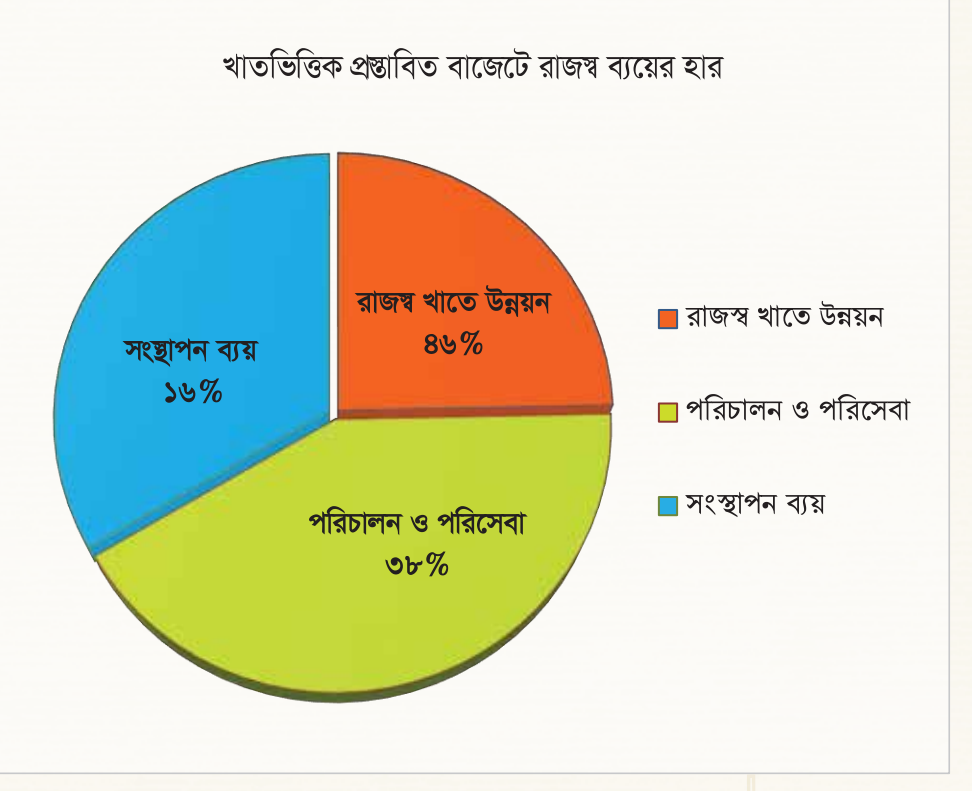
খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের হার
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন
৪৬%
সংস্থাপন ব্যয়
১৬%
পরিচালন ও পরিসেবা
৩৮%
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন
পরিচালন ও পরিসেবা
সংস্থাপন ব্যয়